হতভাগা

BANGLADARSHAN.COM

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

॥হতভাগা॥

টেলিগ্রামে সংবাদ আসিল—দিদি তাহার মর-মর। সেই টেলিগ্রাম পাইয়া বাসন্তী তাহার দিদিকে দেখিতে গেল। কিন্তু দিদির তখন অন্তিমকাল, প্রাণ ভরিয়া একবার শুধু সে তাহাকে শেষ দেখা দেখিল মাত্র। দেখিল, শীর্ণ কঙ্কালসার দিদি তাহার বিছানার উপর চুপ করিয়া পড়িয়া আছে, মুখে কথা নাই, চোখ দিয়া শুধু তাহার দর দর করিয়া জল গড়াইতেছে।

বাসন্তীকে দেখিয়া ভগ্নি-পতিটি তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বেঁটে-মত ছোট্ট মানুষটি, একটি চোখ কানা।

বাসন্তী মুখ তুলিয়া তাকাইল। দেখিল, বাঁহাত দিয়া তিনিও তাঁহার চোখ মুছিতেছেন, ডানহাতে লোহার খুন্তি। বোধকরি রান্না করিতে করিতে উঠিয়া আসিয়াছেন।

বাসন্তী বলিল, 'রান্না করছিলেন?'

ধরা-ধরা গলায় রমাপতি বলিলেন, 'হ্যাঁ, আর বেশি দেরি ত' নেই, তাই ভাবছি তার আগেই ছেলেমেয়ে দুটোকে খাইয়ে নিই।'

বাসন্তী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কেন, মেয়েটা নিজে রাঁধতে পারে না? থাক্, না-হয় আমিই যাচ্ছি রান্নাঘরে।'

BANGLADARSHAN.COM

রমাপতি কিন্তু তাহা শুনিলেন না। ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'না তুই থাক্ এইখানে.....আমি চট্ করে'.....বলিয়াই বাসন্তীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপিচুপি বলিলেন, 'গলাটা ঘড়্ ঘড়্ করে উঠলেই ডাকিস্।'

কিন্তু গলা তাহার ঘড়্ ঘড়্ করিল না। বার-কতক খাবি খাইয়াই চোখ দুইটা সে উল্টাইয়া দিল। বাসন্তী একটুখানি অন্যমনস্ক হইয়া জানালার বাহিরে প্রকাণ্ড একটা তেঁতুলগাছের দিকে তাকাইয়া কি যেন ভাবিতেছিল হঠাৎ তাহার দিদির দিকে নজর পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল। মরিয়াছে তাহার অনেকেই—মা মরিয়াছে, বাবা মরিয়াছে, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে এমন করিয়া মুখোমুখি পরিচয় তাহার প্রথম।

বাসন্তী তাড়াতাড়ি রমাপতির কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ছেলেমেয়ে দুইটার খাওয়া তখন কোনোরকমে শেষ হইয়াছে।

রমাপতি প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। কোমরে গামছা বাঁধিয়া প্রতিবেশী দুইচারজনকে ডাকিয়া মৃতদেহটাকে শ্মশানে লইয়া গিয়া সৎকার করিয়া দিয়া আসিলেন। আসিয়া বাসন্তীর কাছে খানিকটা কাঁদিলেন, তাহার পর চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, 'অনেকদিন ধরে' বড় ভুগছিল কি-না এ একরকম ভালই হয়ে গেল।'

বাসন্তী চুপ করিয়া রহিল।

রমাপতি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'নিজের জন্যে ত' ভাবি না বাসু, ভাবছি শুধু ওই ছেলেটা আর মেয়েটার জন্যে।—তা ছেলেটা না-হয় ব্যাটাছেলে, কানা হোক্, কুৎসিত হোক্, ভিক্ষে-সিক্ষে করেও না-হয় দু'বেলা পেট ভরাবে, কিন্তু ওই মেয়েটার কপালে কি যে আছে কে জানে।'

এই বলিয়া তিনি আর-একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

তা ভদ্রলোকের অদৃষ্ট একটুখানি মন্দই বলিতে হইবে। বাপ কানা বলিয়া বোধ করি ছেলেটাও তাঁহার কানা হইয়াছে; এবং শুধু কানা হইলেও-বা পথ ছিল, চেহারাটাও নিতান্ত কুৎসিত,—দেখিলে ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া মনে হয় না। মাথায় তাহার চুল একরকম নাই বলিলেই হয়, মাথা-ভরা প্রকাণ্ড টাক্। আর সব-চেয়ে লজ্জার কথা, বয়স তাহার তেরো পার হইতে চলিল, কিন্তু দেখিলে মনে হয় যেন সাত-আট বছরের বেশি নয়।

মাথায় টাক্ আছে বলিয়া নাম তাহার টাকু। ভাল নামের প্রয়োজন তাহার কোনোদিনই হয় নাই।

ছেলেটা ত' এই। মেয়েটাও আবার তথৈবচ! কানা সে নয়, ভগবান এই উপকারটুকু করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে দাদাও যেমন, তাহার বোনও ঠিক তেমনি। ন'দশ বছরের মেয়ে বলিয়া তাহাকে চিনিবার উপায় নাই। বাপকে রান্না করিয়া খাওয়াইতে হয়—এমনি তাহার আক্কেল-বুদ্ধি।

নাম তাহার আকু। টাকু নামের সঙ্গে মিল করিয়াই বোধ হয় এই নামটি রাখা হইয়াছে, তাহা না হইলে আকু নামের মানে কিছুই নাই।

BANGLADARSHAN.COM

রমাপতি বলিল, 'তা একরকম ধরতে গেলে তোর দিদিই তোকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছিল, না রে বাসন্তী?'

বাসন্তী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ, দিদি ছিল ঠিক আমার মা'র মত। মা মরে' যাবার পর—'

কথাটা সে আর শেষ করিতে পারিল না। চোখ দিইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল।

রমাপতি বলিলেন, 'দিদিও তোর সেই কথাই বলতো বার-বার। বলতো, ছেলেমেয়ে দু'টোর জন্যে এমন করে' তুমি ভেবো না, বাসন্তী আমাদের বেশ সুখেই আছে, ওর কাছে, একটাকে দেবো পাঠিয়ে।'

জবাবে বাসন্তী কোন কথাই বলিল না।

রমাপতি কিন্তু আবার বলিলেন, 'মরবার সময় কথা যদি ও বলতে পারতো বাসন্তী, তাহ'লে দেখতিস তোর হাত ধরে' দিদি তোর ঠিক ওই কথাই বলে' যেতো।'

ভগ্নি-পতির মনের কথা বাসন্তী বুঝিল। তাহারও মত্ একজনকে তাহার নিজের কাছে লইয়া যাওয়া। কিন্তু সে-সব অনেক কথা।.....স্বামীর মত লইতে হইবে। কাজেই এক্ষেত্রে তাহার চুপ করিয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই। অথচ চুপ করিয়া থাকাটাও খারাপ দেখায়।

আকু দূরে দাঁড়াইয়াছিল। বাসন্তী বলিল, 'ওখানে অমন করে' দাঁড়িয়ে কেন রে?'—বলিয়া সে সেখানে হইতে ছল করিয়া উঠিয়া গেল।

বাসন্তীর জীবনে দুঃখের মধ্যে সন্তানাদি কিছুই তাহার হয় নাই। অথচ প্রায় পঁচিশের কাছাকাছি। কলিকাতায় স্বামী তাহার একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতেছে। স্বামীর রোজগার নেহাৎ মন্দ নয়।

দিদিকে দেখিতে আসিয়া বেশিদিন এখানে তাহার বসিয়া থাকিলে চলে না। কলিকাতা হইতে তাহার দেওর আসিল তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য। ছেলেমানুষ দেওর। স্বামী তাহার হাতে চিঠি লিখিয়াছে। লিখিয়াছে—'তোমার দিদির মৃত্যুসংবাদ পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। কি আর করিবে! মানুষ এখানে কিছুই করিতে পারে না। তোমার আর সেখানে বসিয়া থাকা উচিত নয়। এদিকে আমাদের কষ্টের আর সীমা নাই। রান্না করিবার জন্য যে ছোক্‌রাটিকে রাখিয়াছিলাম, কাল সে চলিয়া গিয়াছে। আর-একটা লোককে সম্প্রতি ধরিয়া আনিয়াছি, কিন্তু ইহার হাতের রান্না আর যদি দু'দিন আমাকে খাইতে হয় তাহা হইলে মরিয়া যাইব। খগেনের সঙ্গে কালই তুমি চলিয়া আসিও। না আসিলে এবার হয়ত আমাকেই হাঁড়ি ধরিতে হইবে।—ইতি রমেন।'

রমাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চিঠি লিখেছে রে?

চিঠিখানি তাঁহার হাতে দিয়া বাসন্তী বলিল, 'পড়ুন!'

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু সব সময়ে সব রকমের হাতের লেখা পড়া তাঁহার দ্বারা হইয়া ওঠে না। চিঠিখানি একবার তিনি তাঁহার চোখের অত্যন্ত সন্নিকটে তুলিয়া ধরিলেন; তাহার পর পুনরায় সেটি তিনি তাহার হাতেই ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, 'চশমা না হ'লে আমার তেমন সুবিধে হবে না বাসু তুই-ই পড়্, শুনি কি লিখেছে।'

বাসন্তী বলিল, 'লিখেছে তুমি খগেনের সঙ্গে চলে' এসো, নইলে, আমাদের বড় কষ্ট হচ্ছে।—আমার সেই বিধবা ননদটি থাকলেও-বা দিনকতক্ থাকতাম জামাইবাবু, কিন্তু সেও ত' দেশে চলে গেছে।'

রমাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাহ'লে কি তুই আজই যেতে চাস্ না-কি?'

'তা ছাড়া কি আর বলুন, সেই যেতেই যখন হবে.....'

রমাপতি আর বাধা দিলেন না। রাত্রি দশটায় কলিকাতা যাইবার ট্রেন। কিন্তু টাকু আর আকু দু'জনে মিলিয়া বাসন্তীকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। তাহারা দু'জনেই ঝোঁক্ ধরিল যে, মাসীর সঙ্গে তাহারাও কলিকাতায় যাইবে।

বাসন্তী বলিল, 'দাঁড়া বাবা, তোর মা'র কাজকর্ম্ম চুকুক্, তারপর কলকাতা থেকে আমি লোক পাঠিয়ে দেবো, তার সঙ্গে তোরা সেখানে যাস্।'

টাকু বলিল, 'সব মিছে কথা। লোক তুই পাঠাবি না মাসী, আমি জানি।'

বাসন্তী বলিল, 'না রে না, সত্যি বলছি পাঠাব।'

টাকু কিন্তু সেই এক জেদ ধরিয়া রহিল।—'না আমি যাব মাসী, তুই নিয়ে চ?'

রমাপতি বোধহয় দূর হইতে সেকথা শুনিতে পাইলেন। বলিলেন, 'হ্যাঁ রে টেকো, মাসীকে 'তুই' বলতে আছে? ছি! ওরকম অসভ্য হ'লে মাসী ত' তোকে নিয়ে যাবে না।'

টাকু বলিল, 'হ্যাঁ নিয়ে যাবে না! তোমার কথাতেই!'

মাসীর কাছে এইবার আকু আগাইয়া গেল। বলিল, 'আমি কিন্তু 'তুই' বলি না মাসী, আমি 'তুমি' বলি। আমায় নিয়ে যেতে হবে।'

টাকুর তাহা সহ্য হইল না, দাঁত বাহির করিয়া ভেংচি কাটিয়া আকুকে দু'হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, 'যা-যাঃ' তুই মেয়েছেলে, তুই কোথায় যাবি! আমি যাচ্ছি কি জন্যে জানিস? আমার এই চোখদুটো ডাক্তারকে একবার দেখাব।—আচ্ছা মাসী, আমার এই চোখদুটো কলকাতার ডাক্তাররা ভাল করে' দিতে পারে না?'

কিন্তু বাসন্তী জবাব দিবার আগেই রমাপতি বলিলেন, 'আমিও তাই একবার ভেবেছিলাম বাসু। ভেবেছিলাম, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে মেডিকেল কলেজে ওর চোখদুটো একবার দেখাব।'

BANGLADARSHAN.COM

ভগ্নিপতির মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বাসন্তী চুপ করিয়া রহিল। একবার ভাবিল, স্বামী তাহার যা বলে বলুক্, ছেলেটাকে সে সঙ্গে লইয়া যাইবে। কিন্তু তাহার পর-মুহূর্ত্তেই আর-একটা কথা তাহার মনে পড়িল। মনে পড়িল, তাহার এক বিধবা ননদ তাহার ছোট ছেলেটিকে তাহাদের কলিকাতার বাড়ীতে আনিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, স্বামীরও ইচ্ছা ছিল তাহাকে আনিয়া রাখে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে-ই তাহাকে আনিতে দেয় নাই। এ ক্ষেত্রে স্বামীকে কিছু না বলিয়া সে যদি তাহার এই কানা বোনপোটিকে নিজের কাছে লইয়া গিয়া রাখে ত' বিশ্রী একটা কথা উঠিবে। তাই সে অনেক কষ্টে ইচ্ছাটাকে তাহার দমন করিয়া মুখ বুজিয়া কাহাকেও কোনোরকম ধরা-ছোঁয়া না দিয়া ট্রেনের সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

শেষ পর্য্যন্ত হইলও তাই।

দরজায় গরুর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। টাকু ও আকু দু'জনেই কাঁদিতে আরম্ভ করিল। খগেন বলিল, 'এসো বৌদি!'

রমাপতির পায়ের কাছে হেঁট হইয়া বাসন্তী একটা প্রণাম করিল। দিদির জন্য দুইচোখ তখন তাহার জলে ভরিয়া আসিয়াছে। আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, 'আমার চিঠি পেলে আপনি একবার যাবেন কলকাতায়।'

রমাপতি তাঁহার ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ হাসিলেন। বলিলেন, 'আমার কলকাতা যাওয়ার জন্যে ত' কিচ্ছু.....আমার যখন খুশী, যেদিন খুশী গেলেই পারি। তবে ওই ছোঁড়াটার চোখদুটো একবার।'

বাসন্তী বলিল, 'হ্যাঁ গো সেই কথাই ত' বলছি।'

তাহার পর আর কোন কথাও হয় নাই। বাসন্তীর তেমন আগ্রহ নাই দেখিয়া রমাপতি লজ্জায় বোধকরি কিছু বলিতে পারিলেন না। বাসন্তীও বাঁচিয়া গেল।

বাসন্তীর স্বামী রমেন জিজ্ঞাসা করিল, 'কি গো, এলে?'

বাসন্তী বলিল, 'হ্যাঁ, এলাম। তোমার জ্বালায় কি কোথায়ও আমার দু'দিন থাকবার জো আছে?'

রমেন বলিল, 'কেন গো, আর বেশিদিন সেখানে থেকে কি করতে বল ত?'

'করতাম ছাই! করব আবার কি!'

বাসন্তী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

রমেন জিজ্ঞাসা করিল, 'গিয়ে আর দিদিকে দেখতে পাও নি, না?'

দিদির নামে বাসন্তীর চোখ দুইটা আবার ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। বলিল, 'দেখিতে পেয়েছিলাম, কিন্তু কথা তখন বন্ধ হয়ে গেছে।'

BANGLADARSHAN.COM

এই বলিয়াই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কাপড়ের আঁচল দিয়া বাসন্তী তাহার চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, 'দিদির ছেলেমেয়ে দুটো আমার সঙ্গে আসবার জন্যে কি রকম যে করতে লাগল সে আর কি বলব! একবার ভাবলাম নিয়ে যাই, তারপর আবার–'

রমেন বলিল, 'আনলেই পারতে।'

বাসন্তী বলিল, 'না বাপু, এনে আবার সাত কেলেঙ্কারী হয় কেন, সেই কেলেঙ্কারীর ভয়েই বললাম–না থাক্।'

বাসন্তী বলিল, 'ঠাকুরঝি বলেছিল তার ছেলেকে এনে রাখবে, আমিই তাকে আনতে দিই নি, বলেছিলাম–এটা হোটেল নয়। তারপর আজ যদি আমার বোন্‌পো-বোন্‌ঝিকে এনে রাখি, তোমরা দুই ভাই-বোনে ঝগড়া করবে না?'

রমেন ঈষৎ হাসিল।

বলিল, 'সে ছিল আমার বোন, আর এ হচ্ছে তোমার বোন। তফাৎ অনেক। তুমি আনলেই পারতে।'

বাসন্তী চুপ করিয়া রহিল। দেখিল স্বামীর অমত নাই।

কিন্তু এ ছাড়াও আর-একটা বাধা আছে। সেকথা অবশ্য সকলের কাছে বলিবার নয়। টাকু ও আকুকে ভগবান এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, মানুষের কাছে বোন্-পো বোন্-ঝি বলিয়া পরিচয় দিবার উপায় নাই। সেইটাই তাহার সব-চেয়ে বড় বাধা।

যাই হোক্, সেকথা পরে সে ভাবিয়া দেখিবে। এখন তাহারা যেমন আছে তেম্‌নি থাক্! মা না থাকিলেও তাহাদের বাবা আছে। বাড়ী ঘর জমি-জায়গা কিছুরই অভাব নাই।

বাসন্তী নিজের সংসার লইয়াই ব্যস্ত ছিল। টাকু-আকুর কথা মাঝে-মাঝে সে ভাবিয়াছে মাত্র। তাহার বেশি আর কিছুই সে করিতে পারে নাই।

তিনটি বৎসর এম্‌নি করিয়াই পার হইয়াছে। এবং এই সুদীর্ঘ তিন বৎসর পরে হঠাৎ সেদিন একটা দারুণ দুঃসংবাদ আসিয়া উপস্থিত।

দিদির শ্বশুর-বাড়ীর গ্রামের কে একটা লোক সেদিন বাসন্তীর নামে একখানি চিঠি লিখিয়াছে। লিখিয়াছে—তাহার ভগ্নিপতি টাকুর বাবা হঠাৎ সেদিন মারা পড়িয়াছে, বেচারা টাকু এখন নিরাশ্রয়। তাহার যা-হোক্ একটা ব্যবস্থা আপনি করিবেন।

চিঠিখানি পড়িয়া বাসন্তী খানিক্ কাঁদিল।

BANGLADARSHAN.COM

রমেন বলিল, 'খগেনকে পাঠিয়ে দিই। ছেলেমেয়ে দুটোকে এইখানে নিয়ে আসুক্।'

বাসন্তী আপত্তি করিল না।

তারপর এক শীতের সন্ধ্যার খগেনের সঙ্গে কানা টাকু তাহাদের এই কলিকাতার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। খালি পা, গায়ে একখানি ময়লা কাপড় জড়ানো, মাথার চুল একে ত' তাহার ছিলই না, তাহার উপর শ্রাদ্ধ করিয়াছে, যে ক'টি ছিল এখন আবার তাহাও নাই।

বাসন্তীকে একটি প্রণাম করিয়া হাত বাড়াইয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া টাকু বলিল, 'চলে এলাম মাসী! তখন আনিস নি ভালই করেছিলি। বাবাকে তাহ'লে মরবার সময় দেখতে পেতাম না।'

বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিল, 'আকু এলো না? তাকে কি একা রেখে এলি?'

চোখের পাতাদুইটি মিট্ মিট্ করিয়া টাকু তাহার মাসীর মুখের দিকে একবার তাকাইবার চেষ্টা করিল। বলিল, 'আকু যে মরে' গেছে তুই তাও জানিস্ না মাসী?'

বাসন্তী অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

'—মরে' গেছে? সে কি রে? কখন?'

টাকু বলিল, 'আর-বচ্ছর। আমাদের গাঁয়ের সেই খোঁড়া হেবোকে দেখিছিলি মাসী? সেই-যে এম্‌নি-এম্‌নি করে' হাঁটতো!'

সেইখানেই খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিয়া টাকু একবার তাহার চলন্‌টা দেখাইয়া দিল। তাহার পর বলিল, 'সেই হেবোর সঙ্গে বাবা ওর বিয়ে দিলে কি-না! বাস্‌—বিয়ের পরে আকুর শাশুড়ী একদিন তাকে মেরেছিল, আর সেই মার খেয়েই—তা তুই যা-ই বল্‌ মাসী, ওর মতন বোকা মেয়ে আমি আর দুটি দেখি নি।'

বাসন্তী বলিল, 'তারপর?'

টাকু বলিল, 'তারপর আবার কি! দিয়েছিল আর-একটু হ'লেই গুষ্টিশুদ্ধ জেলে পাঠিয়ে! মার খেয়ে আকু শ্বশুরবাড়ী থেকে পালিয়ে এলো, বাবা খুব খানিকটা বক্‌লে, বললে, চল্‌ তোকে আবার সেইখানে দিয়ে আসি। বাস্‌, সেই না শুনে বোকা মেয়ে খিড়্‌কির পুকুরে ডুবে মলো। তার পরদিন পুকুর থেকে সবাই মিলে যখন ধরাধরি করে' তুললে, দেখলাম, জল খেয়ে খেয়ে পেট্‌টা তখন তার ফুলে ঢাক্‌ হ'য়ে গেছে, চোখ দুটো মাছে খুব্‌লে নিয়েছে—'

আরও কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল, বাসন্তী বলিল, 'থাক্‌, আর বলতে হবে না।'

টাকু বলিল, 'ঠিক বলেছিস মাসী, ওর কথা আর বলে' কাজ নেই। আমি কারও কাছে বলি না ত। 'তুই জিজ্ঞাসা করলি তাই বললাম।'

BANGLADARSHAN.COM

বাসন্তী দেখিল, টাকুর দুই কানা চোখের কোণ বাহিয়া দর্‌ দর্‌ করিয়া জলের ধারা গড়াইয়া আসিয়াছে।

বাসন্তী একদিন টাকুকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া চুপি-চুপি বলিল, 'দ্যাখ্‌ টাকু, তোর মেসোমশাই যখন লোকজনের সঙ্গে কথা কইবে তখন খবরদার ওকে যেন মেসোমশাই বলে' ডাকিসনি, বুঝলি?'

ঘাড় নাড়িয়া টাকু বলিল, 'বেশ্‌!'

'আর দ্যাখ, আমার কাছেও যখন লোকজন থাকবে তখন আমাকেও ডাকিসনি।'

এবারেও সে 'বেশ' বলিয়া ঘাড় নাড়িল।

কথাটা মাসী যে তাহাকে কেন বলিল তখন সে তাহা ভাল বুঝিতে পারিল না। খানিক পরে কি ভাবিয়া হঠাৎ একসময় জিজ্ঞাসা করিল, 'ডাকতে আমাকে তুই বারণ করলি কেন মাসী?'

চট্‌ করিয়া বাসন্তী তাহার জবাব দিতে পারিল না। ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'এম্‌নি!'

কথাটা সেদিন হইতে চাপা পড়িয়াই ছিল, পাশের বাড়ীর সেজ-বৌ সেদিন বৈকালে বাসন্তীর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ বলিয়া বসিল, 'তোমার বাড়ীর ওই কানা ছেলেটিকে তুমি কোথায় পেলে দিদি? মাইনে দিতে হয় না-কি?

বাসন্তী একটুখানি হাসিল। বলিল, 'আমার দিদি ওকে মানুষ করেছিল ভাই, মা-বাবা এর কেউ কোথাও নেই। তারপর দিদি আমার মারা যেতেই ওকে আমি এখানে নিয়ে এলাম।'

সেজ-বৌ বলিল, 'কিন্তু ওর যেমন কুচ্ছিত্ চেহারা দিদি তেম্‌নি বজ্জাত। কাল বললাম, বাজার থেকে আমার একটা জিনিষ এনে দে-দেখি বাবা! তা কি জবাব দিলে জানো দিদি? বললে, পারব না, আমি ত' কারও চাকর নই।'

এই বলিয়া জোর করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

বাসন্তী বলিল, 'কারও কথা শোনে না ভাই, ওইটি ওর ভারি দোষ।'

সেজ-বৌ বলিল, 'কানা কুচ্ছিত্ লোকগুলো অম্‌নি হয় দিদি।'

আমাদের গাঁয়ে এমনি একটা কানা ছিল...ওমা! ওই যে দাঁড়িয়ে!'

BANGLADARSHAN.COM

বাসন্তী পিছন ফিরিয়া দেখিল, ওদিকের জানালার কাছে টাকু দাঁড়াইয়া আছে। কতক্ষণ হইতে দাঁড়াইয়া আছে, কথাবার্ত্তা তাহাদের সবই শুনিয়াছে কি-না তাই-বা কে জানে।

সেজ-বৌ চলিয়া গেলে বাসন্তী তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'দাঁড়িয়ে আছিস কেন রে?'

টাকু বলিল, 'কই আমি ত' তোকে ডাকিনি মাসী।'

বাসন্তী বলিল, 'ডাকিসনি বেস করেছিস। কিন্তু এ কী তোর স্বভাব বল্ দেখি,—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্ত্তা শুনছিলি ত?'

টাকু বলিল, 'হ্যাঁ, তাই যেন শুনছিল!'

'তবে কি জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলি হতভাগা?'

'চা খাবি কি না তাই—'

আর-কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না। চা খাইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। বাসন্তী ষ্টোভ জ্বালিয়া চা তৈরি করিতে বসিল। বলিল, 'হাঁ রে টাকু, ভদ্রতাও কি শিখিসনি রে? মাসীকে 'তুই' কখনও বলে? ছিঃ! এতবড় ছেলে, 'তুমি' বলতে পারো না? কলকাতার ছেলেরা সব 'আপনি' বলে! তা 'আপনি' বলা না হয় চুলোয় যাক্‌গে, 'তুমি' বলতে কী হয়?'

হেঁটমুখে টাকু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বাসন্তী বলিল, 'এবার থেকে খবরদার যেন 'তুই' বলিসনি।'

টাকু নীরবে শুধু একবার ঘাড় নাড়িল।

তাহার পর চা খাইতে খাইতে টাকু একসময় বলিয়া বসিল, 'মাসী বলে' কেন আমাকে তুই ডাকতে বারণ করেছিস, আমি তা বুঝতে পেরেছি।'

বাসন্তী বলিল, 'কেন বল্ দেখি?'

'বলব?'—বলিয়া গরম চা খানিকটা কোঁৎ করিয়া গিলিয়া টাকু বলিল, 'আমার চেহারা খারাপ, আমার চোখ কানা, আমার মাথায় চুল নেই, তাই তোর লজ্জা করে।'

বাসন্তী একটুখানি লজ্জিত হইয়া পড়িল এবং সেই লজ্জা ঢাকিবার জন্যই বোধকরি বলিয়া উঠিল, 'তোকে না 'তুই' বলতে বারণ করেছি হতভাগা। চেহারা কুচ্ছিত্ হ'লে কি তার গুণও থাক্‌তে নাই রে!'

টাকু বলিতে লাগিল, 'হ্যাঁ, গুণ নেই তুই জানিস্!'

'আবার তুই?'

BANGLADARSHAN.COM

টাকু উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'তোর সঙ্গে.....তোমার সঙ্গে কথা কওয়া ভারি মুস্কিল হ'লো দেখছি।'

এই বলিয়া চায়ের পেয়ালাটি হাতে লইয়া সেখান হইতে সে চলিয়া গেল।

টাকু সেদিন হইতে মাসীকে তাহার 'তুমি' বলিতে শুরু করিয়াছে। কিন্তু জীবনে 'তুমি' সে বড়-একটা কাহাকেও বলে নাই। কাজেই 'তুমি' বলিতে গিয়া মাঝে-মাঝে ভুলিয়া সে 'তুই' বলিয়া ফেলে, আর জিব কাটিয়া বলে, 'ভুলে বলে ফেললাম মাসী, কিছু বলিসনি যেন।'

খগেন হাসিয়া বলে, 'বৌদি, বোনপোটি যে তোমার মানুষ হয়ে গেল গো!'

বাসন্তী বলে, 'আর ব'লো না ভাই, জানোয়ারের অধম। দিদি ও-ভুতটাকে যে কেন পেটে ধরেছিল কে জানে।'

টাকু বোধহয় কথাটা শুনিতে পাইল। বলিল, 'দ্যাখো মাসী, মা-বাপ তুলো না বলছি, ওতে আমার ভারি রাগ হয় কিন্তু।'

বাসন্তী বলিল, 'শোনো কথা! রেগে কি করবি শুনি?'

'কি করব? দ্যাখোই না একবার রাগিয়ে। রাগলে আমি কারও বাবার নই, হেঁ-হেঁ বাবা, রাগ আমার ভারি খারাপ।'

খগেন চুপি-চুপি বলিল, ‘সত্যিই ওকে একদিন রাগিয়ে দেখব বৌদি?’

এই বলিয়া সে মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

বাসন্তীও হাসিল।

টাকু জিজ্ঞাসা করিল, ‘হাসছো যে বড়?’

বাসন্তী বলিল, ‘বা-রে হাসতেও পাব না আমরা?’

‘কেন হাসছো শুনি?’

‘তাও তোকে বলতে হবে কানা?’

‘কি বললে? কানা?’—বলিতে বলিতে পাশের ঘর হইতে উঠিয়া সে তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, ‘কানা’ ত’ আর আমার ডাক-নাম নয়।’

খগেন বোধকরি তাহাকে রাগাইবার জন্যই বলিয়া উঠিল, ‘তাই বলে’ কানাকে কানা বললে রাগ করা ত’ উচিত নয়।’

BANGLADARSHAN.COM

টাকু বলিল, ‘তাই বলে’ কারও চোখ ত’ আমি নিতে যাই নি! তুমি চুপ কর বলছি, নইলে আমি যা-তা’ বলে’ দেবো। মেসোর ভাই আর পিসের ভাই তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। হেঁ-হেঁ বাবা, আমাকে কম ছেলে পেয়ে যাওনি! ঢিল মেরে আমি লোককে কাঁদিয়ে দিতে পারি।’

খগেন বলিল, ‘সর্ব্বনাশ! ঢিল মেরে কাঁদিয়ে দিবি? কিন্তু হাঁ রে টেকো, চোখে ত’ ভাল দেখতে পাস না, ঢিল মারলে লোকের গায়ে তা লাগবে কেন?

‘হ্যাঁ, দেখতে পাই না! তোমরা দু’চোখে যা না দেখতে পাও, আমি একচোখে তাই দেখতে পাই। এই যে রোজ সকালে বাজার করে আনি, দেখতে না পেলে এতদিন মোটর চাপা পড়ে’ যেতাম, তা জানো? খবরদার আমাকে কানা ব’লো না বলছি, মেসোমশাইকে বলে’ দেবো।’

এমন সময় রমেন আসিয়া পড়িতেই কথাটা সেদিনের মত সেইখানেই চাপা পড়িয়া গেল।

টাকু বলিল, ‘দ্যাখো মেসোমশাই, তোমার ভাইটিকে বাপু কানা বলতে বারণ করে’ দিয়ো। ভাল কাজ হবে না বলছি।’

হাসিতে হাসিতে রমেন বলিল, ‘না রে খগেন, ছিঃ! কানা ওকে বলিসনি।’

কিন্তু সেইদিনই মাসীকে সে তাহার নিভৃতে পাইয়া বলিল, 'লোকের দোষ কি! তুমিই আমাকে কানা বলছ যখন, তখন লোকে বলবে না কেন? তুমি আমাকে আর কানা যেন ব'লো না মাসী, মানুষকে কানা কখনও বলতে নেই।'

পরম বিজ্ঞের মত কথাগুলা বলিয়া টাকু তাহার মাসীর মুখের পানে মিট্ মিট্ করিয়া তাকাইতে লাগিল।

কি যে জবাব দিবে বাসন্তী বুঝিতে পারিল না। ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

টাকু বলিল, 'কিন্তু দ্যাখো মাসী, তোমরা আমাকে কেউ ভালবাসো না, কিন্তু মেসোমশাই আমাকে খুব ভালবাসে।'

বাসন্তী বলিল, 'এবার থেকে বারণ করে' দেবো ভালবাসতে।'

টাকু বলিল, 'কেন?'

'অসভ্য ছেলেকে ভালবাসতে নেই।'

'আমি বুঝি অসভ্য।'

বাসন্তী বলিল, 'বড় অসভ্য, তোমার মত অসভ্য আর অভদ্র দু'টি নেই।'

BANGLADARSHAN.COM

টাকু বলিল, 'হুঁ, অসভ্য! এমনি বললেই হলো কি না!'

বাসন্তী বলিল, 'না বাবা, তোমার সঙ্গে পারলাম না।'

এই অসভ্যতার সূত্র ধরিয়াই মাসীর সঙ্গে সেদিন তাহার এক তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল। অবশ্য তুমুল কাণ্ড বাধিবার মত এমন কিছুই হয় নাই। বোন-পো বলিয়া এই ছেলেটার পরিচয় দিতে বাসন্তী কোনদিনই চায় না, অথচ পাড়ায় এমন কোনও মেয়ে নাই, যাহার সঙ্গে টাকু পরিচয় করিয়া না বেড়ায়, এমন কোনও বাড়ী নাই টাকু যেখানে না যায়।

বাসন্তীর সব-চেয়ে বেশি লজ্জা পাশের বাড়ীর সেজ-বৌ-এর শাশুড়ীর কাছে। অথচ সেই বুড়ী-মাগীই সেদিন কথায় কথায় বাসন্তীকে বলিল, 'বলি হাঁ গা বৌমা, ছেলেটা যে তোমার নিজের বোন্-পো, কই সেদিন ত' সেকথা বললে না!'

লজ্জায় বাসন্তী যেন একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল।

টাকু বাজারে গিয়াছিল তরকারী কিনিতে, ফিরিয়া আসিবামাত্র বাসন্তী তাহার হাতে ধরিয়া হিড়্, হিড়্ করিয়া টানিয়া একটুখানি আড়ালে লইয়া গিয়া বলিল, 'বলি, হাঁ রে শয়তান, আমি যা বারণ করলাম তুই শেষে তাই করলি!'

বলিয়াই যে তাহার মাথার উপর সজোরে এক চড় মারিল। বেচারার মাথায় একে নাই চুল তাহার উপর বাসন্তীর হাতে ছিল হাতভর্ত্তি সোনার চুড়ি, টাকু তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। বোধকরি রাগিয়াই বলিল, 'কী করলাম আমি?'

বাসন্তীর রাগ যেন আরও বাড়িয়া গেল। বলিল, 'কী করলাম! হতভাগা!'

বলিয়া সে রাগে গর্ গর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, অথচ কি যে সে করিয়াছে, সেকথা মুখ ফুটিয়া সহজে বলিতেও পারিল না।

চোখ মুছিয়া বলিল, 'শুধু-শুধু মারলে কেন মাসী?'

মুখ ভারি করিয়া বাসন্তী বলিল, 'কে, তোর মাসী রে হতভাগা? আমি তোর মাসী নই, যা—বেরো এখান থেকে।'

টাকু বলিল, 'হ্যাঁ, মাসী নোস্ ত' কী! অমনি বললেই হ'লো কি-না! মায়ের সোদর বোন বাবা, হেঁ-হেঁ.....চালাকি পেয়ে গেছ?'

বাসন্তী কিন্তু আপন মনেই বলিতে লাগিল, 'তোকে আমার এখানে না আনাই উচিত ছিল, ছি-ছি, কি অন্যায়টাই না করেছি! ছেলেবেলায় বাপ-মা খেয়ে যে বসে থাকে, তার কখনও সুখ হয়?'

BANGLADARSHAN.COM

টাকুর বোধহয় রাগ হইল। বলিল, 'আবার বাপ-মা তুল্লি মাসী?'

বাসন্তী তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'আবার 'তুই' বললি?'

কিন্তু রাগের চোটে অন্যমনস্ক হইয়াই বোধকরি সে 'তুই' বলিয়া ফেলিয়াছিল, কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া কি যেন বলিতেও গেল, কিন্তু সে-অবসর সে পাইল না, বাসন্তী তাহার হাতের খুন্তি দিয়া সজোরে তাহার হাঁটুর উপর এক বাড়ি মারিয়া বলিয়া উঠিল, 'বেরো এখান থেকে হতভাগা, বেরো! মাথায় তোর কি গোবর পোরা আছে না কী! যা বলব তাই ভুলে যাবি, হতভাগার যেমন জানোয়ারের মত চেহারা, তেমনি বুদ্ধি!'

টাকু উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'বেশ, তবে আর তোমার এখান থাকব না—চলেই যাব।'

বাসন্তী বলিল, 'কোথায় যাবি হতভাগা, যাবার জায়গা তোর আছে?'

টাকু তখন দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেইখান হইতেই মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'আছে বই-কি। জমি-জমা না থাক্, দেশে আমার বাড়ী-ঘর-দোর ত' আছে!'

'তাই যা হতভাগা, যা! না যাস্ ত' আমার দিব্যি রইলো।'

তাহার পর টাকু বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, বাসন্তীও আর তাহার কোনও খোঁজ করে নাই। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় রমেনের আহারাদি শেষ হইলে খাইবার জন্য টাকুর খোঁজ পড়িল। কিন্তু দেখা গেল টাকু সেই যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহার পর আর বাড়ী ফিরে নাই।

বাসন্তী বলিল, 'না ফিরুক্ হতভাগা, যাক্ না, কোথা যাবে যাক্।'

বাসন্তী ভাবিয়াছিল, কানা মানুষ, কোথায়ই বা যাইবে! যেখানেই যাক্, এখনই আবার হয়ত তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

রমেন বলিল, 'খগেন, দেখে আয় ত' একবার কোথায় আছে! চোখে ভাল দেখতে পায় না, ট্রামে-মোটরে চাপা পড়লেই ত' মুস্কিল!'

কিন্তু টাকুর সন্ধানে খগেনকে বেশি দূর যাইতে হইল না। দেখা গেল, সেই বাড়ীরই বাহিরের দিকে রাস্তার ধারে একটা জানালার নীচে সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

খগেন তাহার কাছে গিয়া তাহার কান ধরিয়া বলিল, 'চল্! চোখে দেখতে পাস্ না—কানা হারামজাদা, তোর আবার রাগ কিসের! ওঠ্!'

টাকু উঠিল না।

BANGLADARSHAN.COM

খগেন বলিল, 'উঠ্‌বিনি? এখনও উঠ্‌লিনি? এই!'

টাকু কিছুতেই উঠিল না। বলিল, 'না, তুমি আমায় কানা বললে কেন?'

'এ্যাঁ, কানা যেন ও নয়। কানা বললে আবার রাগ হয়! হারামজাদা, ওঠ্, খাবি চল্।'

'না আমি খাব না।'—বলিয়া টাকু ঘন-ঘন ঘাড় নাড়িতে লাগিল।

খগেন অত্যন্ত রাগিয়া উঠিল এবং রাগ বোধকরি তাহার সাম্‌লাইতে না পারিয়াই ফট্ করিয়া তাহার মাথার উপর এক চড় বসাইয়া দিল।

টাকু মুখ তুলিয়া বলিল, 'তুমি মারলে কেন? আমাকে মারবার তুমি কে?'

'তুমি কে?'—বলিয়া ফের আর-এক চড়!

টাকু এবার চড় খাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'চল্, আমি মেসোমশাইকে বলে' দিচ্ছি গিয়ে। আমাকে মারা তোমার বের করছি দাঁড়াও।'

এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে ঘরে আসিয়া ঢুলিল।

বাসন্তী একবার তাহাকে দেখিল মাত্র, মুখে কিছু বলিল না।

রমেন জিজ্ঞাসা করিল, 'কাঁদছিস কেন রে?'

টাকু সেইখান হইতেই চীৎকার করিয়া বলিল, 'তোমার ভাই আমাকে মিছেমিছি মারলে মেসোমশাই!'

'কেন রে, মারলি কেন?'

খগেন বলিল, 'কিছুতেই আসতে চায় না, বলে—আমি যাব না।'

'তাইতে মারে না কি? ছিঃ!—যা যা, কাঁদিস্ নে টাকু, খেগে যা।'

বাসন্তী রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া রমেনের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'ওগো শোনো! টেকোকে আর আমি রাখব না, ওকে বিদেয় করে' দাও।'

কথাটা নিছক্ রাগের কথা। কোথায় সে যাইবে? কেই-বা তাহার আছে! রমেন ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'বেশ, তাই হবে। ওকে খেতে দাও গে, যাও, একটা বাজলো।'

'ভাত বেড়ে দিয়েছি, খেলেই ত' পারে!'

BANGLADARSHAN.COM

টাকুকে বোধকরি শুনাইবার জন্যই কথাটা সে বেশ জোরে জোরেই বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

টাকু খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় বাসন্তী তাহার কাছে আসিয়া বলিতে লাগিল, 'ট্রেনের টিকিট ক'রে' ঠাকুরপো আজই তোকে ট্রেনে চড়িয়ে দিয়ে আসুক্ গে, তুই আজই যা। ভেবেছিলাম, আহা মা নেই, বাপ নেই, থাক্ এইখানে, মানুষ হোক্। কিন্তু না, তোকে নিয়ে আর আমি পারলাম না।'

টাকু জবাব দিল না, আপন মনেই খাইতে লাগিল। বাসন্তী আবার বলিল, 'ঠাকুরপো মেরেছ ত? বেশ করেছে। মার খাবার জন্যেই জন্মেছিস, মার খেয়ে খেয়েই তোর জীবন যাবে। কেন, ছোট মেসোর সঙ্গে ভাবও ত' কম নয়! 'চল—ছোট মেসোমশাই, তোমার সঙ্গে গল্প করি গে চল, এসো ছোট মেসো, খাবে এসো।' পিছু পিছু কুকুরের মত ঘুরে বেড়াতেও ত' ছাড়িস নে। খবরদার বলছি, আজ থেকে তোদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখি ত' আমি কিছু বাকি রাখব না বলে দিচ্ছি।'

পাশের ঘরে বসিয়া কথাগুলা খগেন শুনিল। তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বৌদিদি এই কথাগুলা বলিল সেকথা বুঝিতে তাহার দেরি হইল না। একবার ভাবিল, উঠিয়া গিয়া বৌদিদিকে বলে যে, বোন্-পোটিকে তাহার সে শুধু-শুধু মারে নাই, সে-ও তাহাকে অপমান করিয়াছে। আবার ভাবিল, থাক, আর বলিয়া কাজ নেই। ওই বাঁদরের বাচ্চাটাকে সুবিধামত একদিন ইহার জন্য ভাল করিয়া প্রহার দিলেই চলিবে।

প্রহারের জন্য অপেক্ষাও বেশিদিন তাহাকে করিতে হইল না। বাসন্তীর উপর রাগে অভিমানে খগেন ফুলিতে লাগিল। সেদিন আর কাহারও সঙ্গে সে ভাল করিয়া কথা বলিল না।

প্রত্যহ বৈকালে খগেন গঙ্গার ধার দিয়া বেড়াইতে যায়। টাকু এক-একদিন তাহাকে ধরিয়া বসে, 'আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল না ছোট মেসো। মাইরি বলছি, আমি তোমাকে বিরক্ত করব না।'

খগেন কোনোদিন-বা দয়া করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া যায়, কোনোদিন-বা যায় না। টাকু বলে, 'তোমার পায়ে পড়ি ছোট মেসো, আজ ফিরে এসে গা-হাত-পা টিপে দেবো।'

মার খাওয়া সেদিন আর সে খগেনের সঙ্গে যাইতে চাহিল না। কিন্তু তাহার পরদিন মারের কথা বোধকরি সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। জামা-জুতা পরিয়া খগেন বাড়ী হইতে বাহির হইতেছে, টাকু তাহার পিছু ধরিল। কাছে গিয়া বলিল, 'ছোট মেসো আমি যাব।'

মুখ ভ্যাংচাইয়া খগেন বলিয়া উঠিল, 'যা-যাঃ, পাজি হারামজাদা আমার সঙ্গে আবার কথা বলছিস্? মাসী তোর কাল কি বলেছে মনে নেই?'

টাকু দেখিল, মিথ্যা কথা বলা ছাড়া আর উপায় নাই। বলিল, 'মাসী বললে যেতে।'

BANGLADARSHAN.COM

খগেন বলিল, 'যেমন মাসী তার তেমনি বোন্‌পো! দুই-ই সমান পাজি! দাদাকে বলে' দাঁড়া তোর মাসীকেও একদিন মার খাওয়াচ্ছি।'

টাকু বলিল, 'এঃ, ভারি মুরদ! মাসীকে মার খাওয়াবে!'

'দেখবি খাওয়াই কি-না! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখিস।'

'দাঁড়াও, বলে' দেবো মাসীকে।'

খগেন তাহার মাথায় ঠাস্ করিয়া এক চড় মারিয়া দিয়া বলিল, 'যা বল্‌গে যা, এক্ষুনি বল্ গিয়ে! চাম্‌চিকে কোথাকার, বাঁদর-ছা!'

'মাসীকে বলে' তোমার আজ কি করি দ্যাখো!'

খগেন বলিল, 'তোর মাসী আমার ইয়ে করবে। তোর মাসীর মত বজ্জাত মেয়ে.....আমাদের সংসারটাকে দিলে একেবারে মাটি করে।'

এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল। টাকু বলিল, 'আমাকে যা খুশী তাই বল, কিন্তু খবরদার বলছি আমার মাসীকে–'

'আঃ, কি আমার মাসী রে!'–বলিয়া আর-একবার মুখ ভ্যাংচাইয়া খগেন তাড়াতাড়ি আগাইয়া গেল!

টাকুর যে কি হইল কে জানে, পায়ের কাছে ভাঙ্গা একটা ইটের ঢেলা পড়িয়া ছিল, সেইটা কুড়াইয়া লইয়া খগেনের দিকে সজোরে ছুঁড়িয়া মারিল।

ঢিলটা গিয়া লাগিল খগেনের মাথায় এবং এত জোরে লাগিল যে, রাগে একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া টাকুকে ধরিয়া ফেলিয়াই পাশের বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে মাথাটা তাহার ঠক্-ঠক্ করিয়া বারকতক জোরে জোরে ঠুকিয়া দিয়া বলিল, 'হয়েছে এবার?'

এই বলিয়া যেই সে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে, দেখিল, টাকুর মাথা হইতে ফিন্‌কি দিয়া কাঁচা রক্ত বাহির হইতেছে।

রক্ত দেখিয়া টাকু কাঁদিয়া উঠিল এবং হাত দিয়া রক্তটা বারকতক দেখিয়াই সে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

এমন করিয়া যে রক্ত বাহির হইবে খগেন তাহা ভাবে নাই। একটু খানি অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া সেদিন সে বেড়াইতেও গেল না, বাড়ীও ফিরিল না। সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হেঁটমুখে তাহার জামার উপর রক্তের যে দাগটা লাগিয়াছিল, বার-বার হাত দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া তাহাই সে দেখিতে লাগিল।

বাসন্তী রান্না করিতেছিল। টাকু তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সন্ধ্যা তখনই হয় নাই। কান্নার শব্দে বাসন্তী মুখ তুলিয়া তাকাইতেই দেখিল, টাকুর মাথা হইতে রক্তের ধারা গড়াইয়া তাহার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। গায়ের জামাটাও রক্ত লাগিয়া জায়গায় জায়গায় লাল হইয়া গিয়াছে।

BANGLADARSHAN.COM

বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হ'লো রে? রক্ত কিসের?'

টাকু বলিল, 'ছোটমেসো আমার মাথাটা দেওয়ালের গায়ে–'

বাসন্তী আর কথাটা তাহাকে শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'বেশ করেছে, আচ্ছা করেছে। একেবারেই দেয়নি কেন শেষ করে! জ্বালা-জঞ্জাল চুকে যেতো তাহ'লে। কাল না এত কাণ্ড হ'য়ে গেল, এত করে' বললাম ওর কাছে যাসনি, আর আজ কি না সব ভুলে গেলি হতভাগা? কই দেখি!'

বলিয়া বাসন্তী তাহার ন্যাড়া মাথাটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। দেখিল, মাথার পিছনে একটুখানি জায়গা কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িয়াছে। বলিল, 'কই গো তুমি কোথায় গেলে, একবার দেখি যাও ভাই-এর কাণ্ড!'

কিন্তু যাহার উদ্দেশে কথাটা বলা হইল, সে তখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে।

বাসন্তী বলিল, 'এত বুঝিয়েও আমি তোকে পারলুম না হতভাগা, তোর বাড়ী যাওয়াই ভালো।'

একহাত দিয়া মাথার সেই কাটিয়া-যাওয়া জায়গাটা চাপিয়া ধরিয়া আর একহাতে টাকু তাহার মুখের রক্ত মুছিতে লাগিল।

বাসন্তী তাহার কাছে গিয়া জোরে জোরে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাড়ী যাবি?'

টাকু তেমনি হেঁটমুখেই বলিল, 'কেন?'

'আমি আর পারব না তোকে রাখতে। কোন্‌দিন কি বিপদ্‌ বাধিয়ে বসবি, কে তখন সামলাবে বাবা? বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছুই নেই, যেমন চেহারা, তেমনি বজ্জাত, বোন্‌-পো বলে' পরিচয় দিতে আমার লজ্জা করে।'

টাকু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাসন্তী আবার বলিল, 'ঠাকুরপোকে দিয়ে আর কেন, রাস্তার মাঝে মারামারি করবি হয় ত। তার চেয়ে তোর মেসোমশাই নিজে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসুক।'

টাকু ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিল, বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিল, 'যাস কোথায়?'

টাকু জবাব দিল না।

বাসন্তী বলিল, 'মরগে যা, আমার কোনও দুঃখু নেই। তোর মত ছেলের মরাই ভালো।'

এই বলিয়া সে রান্নাঘরে গিয়া আবার তাহার কাজে মন দিল।

BANGLADARSHAN.COM

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

খাবার সময় ডাক পড়িল। বাসন্তী বলিল, কোথায় গেল সে হতভাগা? খেয়ে নিক্‌।'

অন্য দিন হইলে বাসন্তী খগেনকেই বলিত তাকে ডাকিয়া দিতে, কিন্তু সেদিন সে নিজে গেল। বাহিরের ঘরে পড়িয়া পড়িয়া নিশ্চয়ই সে ঘুমাইতেছে। খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া তাহার আর কাজই-বা কি!

কিন্তু অবাক্‌ কাণ্ড, বাহিরের ঘরে দেখিল টাকু নাই!

খগেন বসিয়া বসিয়া কি-একটা বই পড়িতেছিল, বাসন্তী তাহাকে কোনও কথাই জিজ্ঞাসা করিল না। এ-ঘর ও-ঘর করিয়া সব ঘরই সে একবার খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু টাকুকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া সে রমেনের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'তোমার ভাইটিকে একবার জিজ্ঞেস কর দেখি—টাকুকে সে দেখেছে কি না।'

রমেন বলিল, 'কেন? নেই সে এখানে?'

বাসন্তী বলিল, 'না।'

খগেন বলিল, 'বাড়ী আসিয়া অবধি টাকুকে সে দেখে নাই।'

বাসন্তী বলিল, 'মরুক্‌-গে! বাবারে বাবা, আমি আর পারি নে।'

কিন্তু এত রাত্রি পর্য্যন্ত টাকু আসে নাই শুনিয়া রমেন আর স্থির থাকিতে পারিল না। ডাকিল, 'খগেন।'

বাসন্তী বলিল, 'কেন, খগেনকে কেন? খুঁজতে পাঠাবে বুঝি?'

রমেন বলিল, 'হ্যাঁ, যাক্ একবার, খুঁজে নিয়ে আসুক্।'

বাসন্তী বলিল, না, ওকে পাঠিয়ো না। তার চেয়ে বরং তুমি নিজে যাও।'

রমেন নিজেই উঠিল এবং দাদাকে উঠিতে দেখিয়া খগেনও না উঠিয়া পারিল না।

কিন্তু দু'জনেই ফিরিয়া আসিল বিফল মনোরথ হইয়া। টাকু কোথাও নাই। ফিরিবার পথে থানায় রমেন একটা ডায়েরি লিখাইয়া আসিয়াছে।

সমস্ত রাত্রিটা যে বাসন্তীর কেমন করিয়া কাটিল তাহা একমাত্র সে-ই জানে। রাত্রে ঘুম তাহার একরকম হয় নাই বলিয়াই হয়। সামান্য যদি-বা একটুখানি তন্দ্রা আসিয়াছে, তন্দ্রাটা কাটিবামাত্র কানা বোন্‌পোটাকে সে তাহার মুখে যাহা আসিয়াছে তাই বলিয়া গালাগালি দিয়াছে।

সকালে ভাবিয়াছিল সে যেখানেই থাক্ নিশ্চয়ই ফিরিবে। তাই যতবার যে আসিয়া তাহার সদর দরজার কড়া নাড়িয়াছে ততবারই সে নিজে ছুটিয়া গিয়াছে হাতা, খুন্তি, ঝাঁটা, লাঠি—যাহা পাইয়াছে তাহাই হাতে লইয়া কানা-হতভাগাকে উত্তমরূপে প্রহার করিবার জন্য। মারিয়া সে হতভাগাকে তাহার এই দুর্ব্ব্যবহারের জন্য শাস্তি দিতে চায়।

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু দুপুর গড়াইয়া গেল, কানা আসিল না।

রমেন ও খগেনকে খাওয়াইয়া বাসন্তী তাহার নিজের ভাত বাড়িতে যাইতেছিল, এমন সময় পাশের বাড়ীর সেজ-বৌ তাহার রান্নাঘরের জানালায় আসিয়া ধাক্কা মারিল। বলিল, 'দিদি, দেখে যাও মজা!'

কিন্তু মজা দেখিবার মত মনের অবস্থা তাহার নয়। বিরক্ত হইয়া বলিল, 'মজা তোমরা দ্যাখোগে ভাই, আমি ভাত বাড়ছি।'

সেজ-বৌ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'তা হোক্ দিদি, হাত ধুয়েও তোমাকে একবার আসতে হবে। তোমার বাড়ীর সেই কানা ছেলেটা কি বলছে শুনে যাও।'

'কানা ছেলেটা? কোথায়?'

সেজ-বৌ বলিল, 'আমাদের বাড়ীতে দিদি, আমার শাশুড়ীর কাছে।'

ভাত ফেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া বাসন্তী ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পাশের বাড়ীতে গিয়া দেখিল সংবাদটা মিথ্যা নয়। সেজ-বৌ-এর বৃদ্ধা শাশুড়ীর কাছে টাকু বসিয়া আছে। হাতে তাহার গামছায়-বাঁধা ছোট একটি কাপড়ের পুঁটুলি, সর্ব্বাঙ্গে ধূলা, পরনের কাপড়টা ছিঁড়িয়া গেছে।

বাসন্তীকে দেখিবামাত্র বুড়ী বলিয়া উঠিল, 'শোনো মা শোনো, ছোঁড়ার কথা শোনো! কোত্থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চোরের মত চুপি-চুপি এসে এইখানে বসে' পড়লো। বলছে, 'চারটি আমাকে ভাত-দাও, কাল থেকে খাইনি, খেয়েই আমি পালাব। বললাম—মাসী তোর দেয়নি খেতে? বললে—ও আমার মাসী নয় ত! ও আমার কেউ নয়। তোমাদের যে বলেছিলাম—সব মিছে কথা।'

টাকুর হাতে ধরিয়া বাসন্তী বলিল, 'ওঠ্ হতভাগা, চল্ এখান থেকে।'

টাকু একবার উঠিতে গিয়াই আবার থপ্ করিয়া পায়ে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, বলিল, 'হাঁটতে আমি আর পারছি না মাসী, পায়ের এই হাড়টা বোধহয় ভেঙে গেছে।'

'কেন?'

টাকু বলিল, 'হোঁচট্ খেয়ে পড়ে গেলাম মাসী। কি কষ্টে যে এইটুকু এসেছি তা আমিই জানি।'

বাসন্তী দেখিল, মুখে তাহার অসহ্য যন্ত্রণার চিহ্ন। শুধু হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া যাওয়া নয়। চোখে ভাল দেখিতে পায় না, কলিকাতার পথ, কি যে হইয়াছে কে জানে। বাসন্তী তাহার পা'টা একবার নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিল। বলিল, 'শুধু হোঁচট খাওয়া বলে' ত' মনে হচ্ছে না টাকু, কি হয়েছে রে?'

BANGLADARSHAN.COM

নিতান্ত কাতরকণ্ঠে টাকু বলিল, 'তা'হলে বলব মাসী? গাড়ীর একটা চাকা চলে গেছে এই পায়ের ওপর দিয়ে। বাড়ী চলে' যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু তা' আর হ'লো না।' এই বলিয়া সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, 'তুই যে আমাকে কানা বলিস মাসী, তা মিছে নয়।'

সেজ-বৌ-এর শাশুড়ী কথাগুলা বোধকরি তাহার শুনিতে পাইয়াছিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'হাঁ রে, তবে যে বল্‌লি ও তোর মাসী নয়!'

ঘাড় নাড়িয়া টাকু কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাসন্তী তখন তাহার লজ্জা-সরমের মাথা খাইয়া এতদিন যে-কথা সে প্রাণপণে গোপন করিয়া আসিয়াছে আজ তাহাই সে অসঙ্কোচে বলিয়া বসিল,—'না মা ও আমার বোন্-পোই বটে, আমার দিদির ছেলে।'

বলিয়া বোধকরি সে তাহার চোখের জল গোপন করিবার জন্যই টাকুকে দু'হাত দিয়ে আড়্‌কোলা করিয়া বুকের উপর তুলিয়া ধরিল। বলিল, 'বাপ মা খেয়েছিস, এবার আমাকে না খেয়ে তুই আর এখান থেকে নড়বি নে হতভাগা, তা আমি জানি।'

॥সমাপ্ত॥